সংবাদ

তারিখ ... 28 JUL 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

অনিয়মের চরমে ৪১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

- সাড়ে ৪ বছরেও আইনের আওতায় আনা যায়নি
- সনদ বাণিজ্য মালিকানা দ্বন্দ্ব তহবিল তছরুপের ঘটনা বাড়ছে

রাকিব উদ্দিন

প্রায় সাড়ে চার বছরেও ৪১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে আইনের আওতায় আনতে পারেনি শিক্ষা প্রশাসন। উল্টো এসব প্রতিষ্ঠানে সনদ বাণিজ্য, মালিকানা দ্বন্দ্ব ও তহবিল তছরুপের মতো ঘটনা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ৮/১০টি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব উদ্যোগেই স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করে আইন অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার চেষ্টা করছে।

তারা মানসম্মত পাঠদান ও প্রশাসনিক কার্যক্রম নিশ্চিত করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অদূরদর্শিতার কারণে কয়েক বছর আগে সনদ বাণিজ্যের অভিযোগে বন্ধ করে দেয়া দুটি বিশ্ববিদ্যালয় এই সরকারের আমলে কার্যক্রম চালাচ্ছে। আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে চলছে এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়- কুইন্স ইউনিভার্সিটি ও আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি। দুর্বল আইনি লড়াইয়ের কারণে মামলা-মোকদ্দমায় ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে পেরে ওঠেনি শিক্ষা প্রশাসন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদকে বলেছেন, 'আমাদের কঠোর অবস্থানের কারণেই ৮/১০টি বাদে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করেছে বা করছে। যারা তাড়াতাড়ি শিক্ষা কার্যক্রম চালাতো, তা সরকারের কঠোর অবস্থানের কারণে জমি কিনতে বাধ্য হয়েছে। পাঠদানে মানেরও উন্নতি করছে। তবে রাতারাতি ঈর্ষণীয় সাফল্য আশা করা ঠিক নয়। সবাই যার যার অবস্থা থেকে ভালো করার চেষ্টা করছে, তিনি বলেন, 'এই সরকারের আমলেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সবচেয়ে বেশি সাফল্য দেখিয়েছে।'

দুর্নীতিগ্রস্ত ও মালিকানা দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের সংগঠন 'অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অফ বাংলাদেশ' বা এপিইউবি'র পক্ষ থেকে নিয়মিত দাবি জানানো বেসরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

বেসরকারি : বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হলেও শিক্ষা প্রশাসন 'ব্যবস্থা নিচ্ছি, নেয়া হচ্ছে' বলে সংগঠনের নেতাদের আশ্বাস দেয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে এপিইউবি'র সহসভাপতি আবুল কাসেম হায়দার সংবাদকে বলেন, 'যারা সার্টিফিকেট বাণিজ্য করছে, কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছে, সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশান নিচ্ছে না। উল্টো দেশে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখার বৈধতা দিতে নীতিমালার নামে সার্টিফিকেট বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করছে।'

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আমরা বারবার সরকারকে বলেছি, সার্টিফিকেট বাণিজ্য বন্ধ করুন, শিক্ষা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিন। কিন্তু শিক্ষা প্রশাসন তা না করে যারা ভালোভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চালাচ্ছে, তাদের নতুন কোন ফ্যাকাল্টি খোলার অনুমোদন দিচ্ছে না।'

মান ভালো হলেও অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতা

ইউজিসির তথ্যানুযায়ী, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম মোটামুটি মানসম্মত হলেও অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা সেগুলোর অর্জনকে ফিকে করছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ) গত প্রায় দু'বছর শিক্ষা প্রশাসনের কোন নিয়মকানুন ও দিক-নির্দেশনাই আমলে নেয়নি। কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা ও আর্থিক প্রভাবের কাছে রীতিমতো অসহায়ত্ব প্রকাশ করছে ইউজিসি ও মন্ত্রণালয়।

এনএসইউ কর্তৃপক্ষের অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করায় প্রায় দেড় বছর আগে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য প্রফেসর ড. হাফিজ জিএ সিদ্দিকী। সম্প্রতি একই কারণে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. আবদুস সাত্তার। তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে এনএসইউ অবৈধ ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষ থেকে গত ২৫ জুলাই অবহিতপত্র দেয়া হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। অথচ এনএসইউ'র অনাচারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সখ্য বজায় রেখে চলছে ইউজিসি ও মন্ত্রণালয়।

গণবিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে মোটামুটি মান বজায় রেখে শিক্ষা কার্যক্রম চালালেও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মেডিকেল/ডেন্টাল বা চিকিৎসা সম্পর্কিত এমবিবিএস প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে। চট্টগ্রামের ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কর্তৃপক্ষও একইভাবে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে এমবিবিএস প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি কর্তৃপক্ষও আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে নার্সিং প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে।

চট্টগ্রামের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস থাকা সত্ত্বেও ঢাকায় অবৈধ ক্যাম্পাসে সনদ বাণিজ্য চালাচ্ছে। চট্টগ্রামে বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির নিজস্ব ক্যাম্পাস থাকলেও একই জেলায় অননুমোদন ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। সাভারে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির নিজস্ব ক্যাম্পাস থাকা সত্ত্বেও সেখানে আংশিক শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে।

এভাবে প্রায় সবক'টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিগত সাড়ে চারবছরে স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা অব্যাহত রেখেছে। ইউজিসি মাঝে মধ্যে দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাচার ও সনদ বাণিজ্য নিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন করলেও সেগুলো কালো টাকার প্রভাব ও ক্ষমতার দাপটে সেসব প্রতিবেদন আলোর মুখ দেখেনি বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন।

আইন অনুযায়ী চলছে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় :

ইউজিসি জানায়, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে মোটামুটি মান নিশ্চিত করে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। তবে আইন পুরোপুরি অনুসরণ না করায় এগুলোর একটিও স্থায়ী সনদ অর্জন করতে পারেনি। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ইস্ট ওয়েস্ট, ব্র্যাক, আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সিটি ইন্টারন্যাশনাল ও ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি অন্যতম। এরমধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থায়ী সনদের জন্য আবেদন করলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তা নাকচ করে দেয়।

মালিকানা দ্বন্দ্ব নিয়ে কারা সুবিধাভোগী?

বেশ কয়েক বছর ধরেই কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মালিকানা বিরোধ চলছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বেশ কয়েকবার এই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মালিকদের নির্দেশ দিলেও তা আমলে নেয়া হয়নি। মালিকরা নিজ নিজ পছন্দের শিক্ষককে উপাচার্যে বসিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সনদ দিচ্ছেন। বিভক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ নিয়ে সরকারি চাকরিতে আবেদনও করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্যাম্পাসে ভাঙচুরও চালাচ্ছে।

অভিযোগ আছে, মালিকানা দ্বন্দ্ব থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোন এক পক্ষকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বৈধ বললেও, অন্য পক্ষকে বৈধ বলছে ইউজিসি। এভাবে দ্বন্দ্ব জিইয়ে রাখা হয়েছে। এতে মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা লাভবান হচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবসায়ীরাও সফল হচ্ছে। কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

ইউজিসি জানায়, বর্তমানে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ চার ভাগে, ইবাইস ইউনিভার্সিটি দু'ভাগে, অতীশ দীপংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দু'ভাগে, প্রাইম ইউনিভার্সিটি এবং এশিয়ান ইউনিভার্সিটির বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ কয়েকভাগে বিভক্ত। প্রায় সব পক্ষের সঙ্গেই প্রভাবশালী ব্যক্তিরা জড়িত থাকায় শিক্ষা প্রশাসন এই বিরোধ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯২ সালে। এরপর বিগত চারদলীয় জোট সরকারের সময় পর্যন্ত মোট বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ৫৪টি। এর মধ্যে সনদ বাণিজ্যের দায়ে দুটি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এই সরকারের আমলে আরও ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।